দৈনিক
ইনকিলাব

AUG 07 2006

পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

সিলেট শিক্ষাবোর্ডে অচলাবস্থা

বেতন বৈষম্য দূরীকরণের দাবীতে কর্মবিরতি

সিলেট অফিস

বেতন বৈষম্য দূরীকরণের দাবীতে সিলেট শিক্ষাবোর্ডে অস্থিরতা বিরাজ করছে। দাবীর পক্ষে শিক্ষাবোর্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন টানা ৩ দিনের কর্মবিরতির পর গত বুধবার বোর্ড চেয়ারম্যানকে ৬ ঘন্টা তার কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। মহানগর বিএনপির নেতাদের হস্তক্ষেপে বোর্ড চেয়ারম্যান মুক্ত হলেও এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন নেতারা তাদের দাবীর পক্ষে অনড় রয়েছেন। তারা রবিবার পর্যন্ত কর্মসূচী স্থগিত ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, কর্তৃপক্ষ দাবী না মানলে শিক্ষাবোর্ড অচল করে দেয়া হবে। এদিকে শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান আব্দুল বাকী চৌধুরী জানান, বেতন স্কেল অন্য বোর্ডের ন্যায় করার দাবী অযৌক্তিক। তিনি বলেন, বেতন-ভাতা প্রদান নির্ভর করছে বোর্ডের অর্থ কমিটির নীতিমালার ওপর। বোর্ড চেয়ারম্যানের অবস্থান এখানে ভিন্ন। সুতরাং অর্থ কমিটিকে পাশ কেটে বোর্ড চেয়ারম্যানের এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোন এখতিয়ার নেই। তিনি এ দাবীকে অযৌক্তিক আখ্যায়িত করে বলেছেন, আন্দোলনের নামে বোর্ডের কার্যক্রমে স্থবিরতা সৃষ্টি কারো জন্য শুভ নয়। এদিকে এমপ্লয়িজ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের দাবীকে যৌক্তিক দাবী করে বলেছে শিক্ষাবোর্ড চালু হওয়ার পর থেকেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন প্রচলিত স্কেলে দেয়া হয়নি। জানা গেছে, সিলেট শিক্ষাবোর্ড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন বেতন বৈষম্য দূরীকরণের দাবীতে ৩১ জুলাই থেকে বোর্ড কর্মবিরতি পালন করে। ২ আগস্ট ছিল কর্মবিরতির শেষদিন। এ উপলক্ষে সকাল থেকে মিছিল মিটিং করে পরিবেশ উত্তপ্ত করে তোলেন আন্দোলনরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। বেলা ২টায় আন্দোলনকারীদের পক্ষে বোর্ড চেয়ারম্যানের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, ২ বছর ধরে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের বেতন স্কেল বাস্তবায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ধরনা দেয়ার পরও তাদের দাবী অবজ্ঞা করা হচ্ছে। অথচ তাদের দাবী পুরোপুরি যৌক্তিক। তারা বলেন, কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত প্রতারণা করছেন। সূত্র জানায়, সিলেট শিক্ষাবোর্ডের ৬৪ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী ১১টি বিভিন্ন পদে চাকরি করছেন। তারা চাকরির শুরু থেকেই বেতন বৈষম্যের শিকার। তাদের দাবী দেশের অন্যান্য সকল বোর্ডে বেতন পদ্ধতিতে প্রচলিত স্কেল অনুসরণ করলেও সিলেট শিক্ষা বোর্ড তা করছে না। গত ২ আগস্ট তাদের কর্মবিরতি ও আন্দোলনের চাপে বোর্ড চেয়ারম্যান আলোচনায় বসতে রাজি হন। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় উত্তেজিত আন্দোলনকারীরা বোর্ড চেয়ারম্যানকে ৬ ঘন্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। বিকাল ৪টার সময় মহানগর বিএনপি নেতাদের হস্তক্ষেপে চেয়ারম্যান বাকী চৌধুরী মুক্ত হন। আন্দোলনরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দমাতে সিলেট কোতোয়ালি পুলিশ বোর্ডে অবস্থান নেয়। বিএনপি নেতাদের হস্তক্ষেপে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতারা চেয়ারম্যানের উপর অবরোধ তুললেও রবিবারের মধ্যে দাবী না মানলে পুনরায় বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। এদিকে বোর্ড চেয়ারম্যান জানিয়েছে, অযৌক্তিক দাবী মানা অসম্ভব। তিনি বলেন, আন্দোলনের নামে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের সহ্য করা যাবে না।